তীর্থ পরিক্রমা ২০১৯

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ ধাম পরিক্রমা সংখ্যা

(তারিখ: ২৫-২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ)

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

প্রকাশক

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

১২ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ,
২৫ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

সংকলনে

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদনায়

শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস
সচিব (অ. দ.), হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সহযোগিতায়

- অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার
- অ্যাডভোকেট উজ্জ্বল প্রসাদ কানু
- বীর মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্য
- শ্রী গনেশ চন্দ্র ঘোষ
- শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন
- শ্রী রিপন রায় লিপু
- শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত

মুদ্রণে

অমি প্রিন্টার্স
১১০ ফকিরেরপুল, আলিজা টাওয়ার (৭ম তলা), ঢাকা
মোবাইল: ০১৭২৬৯৪৬৮৮১

মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রা কর্মসূচি গ্রহণ করায় প্রথমে আমি ট্রাস্টিবোর্ডকে সাধুবাদ জানাই। ট্রাস্টের এ কর্মকাণ্ড অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবন্ধনের এ দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির পাশাপাশি অন্যরাও যে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

ভবিষ্যতে এ ধরণের তীর্থযাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের গণ্ডি ছেড়ে দেশের বাইরেও কর্মসূচি ট্রাস্ট থেকে গ্রহণ করা হবে সে প্রত্যাশা রইল।

আজ আপনারা যাঁরা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত এ তীর্থযাত্রায় শরিক হলেন তাঁদের সকলে যেন বাঁধাবিঘ্নহীন পরিবেশে তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে মনোস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন সে কামনা করি।

শুভ হউক আজকের তীর্থযাত্রা সে প্রার্থনা রইল পরম করুণাময়ের কাছে।

এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

তীর্থযাত্রা কর্মসূচি গ্রহণের দ্বিতীয় বছরে পদার্পন করল হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। গত বছর তীর্থযাত্রীর সংযোগে তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় তীর্থ পরিক্রমা পরিচালনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবার ট্যুরিস্ট কাজে অভিজ্ঞ একটি সংস্থার সহায়তা নিয়ে তীর্থযাত্রী প্রেরণ শুরু হল। বাংলাদেশের তীর্থস্থানগুলোকে গুরুত্ব দেবার প্রত্যাশায় ট্রাস্ট অফিস থেকে এবারের মতো বেছে নেয়া হয়েছে শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ ধামকে। পরবর্তীতে অন্যান্য তীর্থভূমিকেও এর আওতায় আনা হবে।

আমাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য সীমিত এই সীমিত আয়োজনের মধ্যে আজ আপনারা যাঁরা এ তীর্থযাত্রায় শরিক হলেন তাঁদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। আপনারা সাড়া দিলেই এ রকম আরও বহুযাত্রা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আমার প্রত্যাশা আপনারা ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

গত বছরের ন্যায় এবারেরও তীর্থযাত্রা শুভ হউক এবং ঈশ্বর আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুখি করুক সে প্রার্থনা করি তাঁর কাছে।

সুব্রত পাল

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশে বসবাসরত চারটি ধর্মের (ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাদের তীর্থস্থানে উপস্থিত হয়ে ধর্মপালনে বিশেষ নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের লোকেরা যে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ তার প্রমাণ এধরণের আয়োজনই বলে দেয়। হিন্দুধম্বাবলম্বীদের তীর্থযাত্রা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের সাফল্যে আরেকটি মাইলফলক সংযোজিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভবিষ্যতে এ ধরণের আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আরও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

যাঁদের প্রেরণায় এ মহতী কর্ম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলের পতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শুভ হউক এ তীর্থযাত্রা সে প্রার্থনা রইল পরম করুণাময়ের কাছে।

মোঃ আনিছুর রহমান

আহ্বায়ক
তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

ধন্যবাদ পরম করুণাময় ঈশ্বরকে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তীর্থভ্রমণের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গতবারের ন্যায় এবারও তীর্থযাত্রীর দল নিয়ে তীর্থভ্রমণ করছে। অনেক কষ্টে গত বছর শুরু করে সেটাকে নিয়মিতকরণে এ ধরণের কাজের যে কতটা দরকার তা সংশ্লিষ্টরা অনায়াসেই বুঝতে পারে।

একটি ট্যুরিষ্ট সংস্থার সহায়তা নেয়া এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ট্রাস্টেও সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের। তাঁদেও অক্লান্ত পরিশ্রমেই এটা সম্ভব হচ্ছে। আমার বড় ইচ্ছে দেশের বাইওে এধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা। আশা করি তাও সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ভারতে ১০ দিনের তীর্থ ভ্রমণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। একারণে তীর্থ ভ্রমণ উপ-কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ আরও যাঁরা সংশ্লিষ্ট থেকে এগিয়ে নিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ যাত্রায় তীর্থযাত্রী হলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনাদের কর্মসূচি মনে করে ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখার অনুরোধ রইল।
ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুক।

অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার

সম্পাদকীয়

তীর্থস্থান পবিত্রস্থান। তীর্থের জল, মাটি, বাতাস সবই পবিত্র, তীর্থে গেলে মন পবিত্র হয়। মনে ধর্মভাব জাগে। সমাজ সংসারে তার প্রভাব পড়ে। সামাজিক উনড়বয়ন নিশ্চিত করতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গত বছরই আমরা প্রথম এ কার্যক্রম গ্রহণ করি। সেবারের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং একটি নিয়মিত কার্যক্রমে রূপ দেবার প্রত্যাশায় একটি ট্রাভেল এজেন্সির সহায়তা নিলাম। স্বল্প অভিজ্ঞতা (২৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি মাত্র তিন দিন) সঞ্চয় করে বৃহতের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রত্যাশায় এ আয়োজন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই আশা করছি আমরা বহিঃবাংলাদেশ তীর্থভ্রমণে যেতে সক্ষম হবো। সে লক্ষে ইতোমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। আশা করি সফল হবে।

এ কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে আমাকে ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিগণ ছাড়াও উপ-কমিটির সদস্যগণসহ আমার সহকর্মীগণ নানাভাবে সহায়তা করায় আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঈশ্বর আমাদের সকলের মঙ্গল করুক।

রঞ্জিত কুমার দাস

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম

সত্যযুগে দক্ষরাজ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। শিবের পত্নী সতী সেই যজ্ঞে যান। সতীকে দেখে সতীর সামনে শিবকে অবজ্ঞা করায় সতী অপমান বোধ করেন। অপমানের জ্বালায় রাগে, দুঃখ ও ক্ষোভে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। সতীর দেহত্যাগের পর দেবাদিদেব মহাদেব উন্মত্ত হয়ে পড়েন। শিব স্ত্রীর দেহ কাঁধে তুলে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। শিবের সেই প্রলয় নৃত্যে ভীত হয়ে পড়েন সকল দেবতা। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। এ তাণ্ডব থেকে সৃষ্টিকে রক্ষার্থে বিষ্ণু তখন সুচক্র দ্বারা সতীর দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। কথিত আছে সতীর মৃতদেহ একান্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে যা একান্ন পীঠ নামে খ্যাতি লাভ করে। এই একান্ন পীঠের মধ্যে সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে পতিত হয় সতীর ডান হাত। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ তাই এ স্থানকে পীঠস্থান বলে মানেন এবং এখন এটি একটি তীর্থস্থান। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এ তীর্থভূমিতে।

ছবিতে ১৩০০ ফুট উঁচু চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে।

এ তীর্থস্থানটির পাদদেশে রয়েছে বেশ কটি মন্দির। সীতা মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ডসহ আরও কয়েকটি মন্দির।

শ্রীশ্রী শঙ্কর মঠ ও মিশন

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ ধামে এসে সবার আগে দর্শনীয় যে মন্দিরটি সকলকে আকর্ষণ করে তা হল শ্রীশ্রী শঙ্কর মঠ ও মিশন। বাংলা ১৩২৮ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজের ঐকান্তিক ইচ্ছা আর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে এ প্রতিষ্ঠান। ২৪ ঘন্টা গীতা পাঠ এ মন্দিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মন্দিরটির বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপনানন্দ গিরি।

শ্রীশ্রী গোবিন্দ ও ত্রিনাথ মন্দির

শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির

মহেশখালী, কক্সবাজার

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় অবস্থিত শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির। আদিনাথ মূলত শিবের আরেক নাম। অর্থাৎ হিন্দুর প্রধান আরাধ্য দেবতাদের অন্যতম শ্রীশ্রী শিবকে ঘিরেই এ তীর্থের উৎপত্তি ও প্রসারতা।

শিব মহাকালরূপী মহেশ্বর। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। অতি অল্পে তুষ্ট তাঁর মত দেবতা মেলা ভার। সামান্য বিল্বপত্র আর জল পেলেই তিনি তুষ্ট হন। পুরাণে উল্লেখ আছে লঙ্কাধীপতি রাবণ একবার কঠোর তপস্যা করে শিবের আশীর্বাদ লাভ করেন। রাবণ তার আন্তরিক অভিপ্রায়ের কথা শিবের চরণে নিবেদন করে জানালেন কৈলাশের শিবকে লঙ্কার স্বর্ণমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবেন। শিব রাবণের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হলেন না, কারণ কৈলাশ তাঁর অতীব প্রিয় জায়গা। রাবণ নাছোরবান্দা, শিবকে কৈলাশে রেখে তিনি লঙ্কায় ফিরে যাবেন না। প্রয়োজনে সহস্র বছর শিবধ্যানে অতিবাহিত করবেন। রাবণ শিবের চরণে নিবেদন করলেন দেবী মহাশক্তিকে তিনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বর্গের দেবেন্দ্র থেকে সবাইকে তিনি লঙ্কায় নিয়ে এসেছেন, মহাদেব দয়া করে যদি লঙ্কায় না যান তাহলে রাবণের মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। রাবণের পিড়াপিড়িতে অবশেষে এক শর্তে আশুতোষ সম্মত হলেন। ভক্তপ্রবর রাবণের ইচ্ছা শিবকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে লঙ্কায় নিয়ে যাবেন। ঘটনাক্রমে রাবণের স্কন্ধে করা শিব মহেশখালীর এ স্থানে স্থিত হয় এবং সেই থেকে এটি হিন্দুদের একটি তীর্থভূমি। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে দেশ-বিদেশের অনেক পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এ তীর্থভূমিতে।

তীর্থ পরিক্রমা ২০১৯ এর ভ্রমণসূচি

তারিখ	সময়	তীর্থ ভ্রমণসূচি
২৫ জানুয়ারি'১৯	৭.৩০ টায়	উদ্বোধন
	৮.৩০টায়	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অফিস থেকে সীতাকুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা। চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুণ্ডে উপস্থিতি ও প্রসাদ গ্রহণ (মধ্যাহ্ন), স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দর্শন প্রসাদ গ্রহণ (রাত্র) ও শঙ্কর মঠ ও মিশনের অতিথি শালায় রাত্রি যাপন।
২৬ জানুয়ারি'১৯		চন্দ্রনাথ দর্শন, কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা। হারবাং, চকোরিয়ায় মধ্যাহ্ন ভোজ।
	৩.০০টায়	রামুর ১০০ ফুট বৌদ্ধ বিহার দর্শন।
	৫.০০টায়	হোটেল লাবনী সিট গ্রহণ ও বিকেলে কক্সবাজারের দর্শনীয় স্থান এবং সমুদ্র সৈকত দর্শন।
২৭ জানুয়ারি'১৯	৭.০০টায়	সমুদ্রস্নান (ঐচ্ছিক)।
	৯.০০টায়	সকালের জলযোগ
	১০.০০টায়	মহেষখালীর আদিনাথ তীর্থধামের উদ্দেশ্যে গমন ও পূজায় অংশগ্রহণ এবং প্রসাদ গ্রহণ (মধ্যাহ্ন)।
	২.০০টায়	কক্সবাজার প্রত্যাবর্তন ও দর্শনীয় স্থান দর্শন।
	৪.০০ টায়	ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা।

যাঁরা তীর্থযাত্রী হলেন

তীর্থযাত্রী: **পীযুষ কান্তি রায়**
কালিশাকুল, অভয়নগর যশোর
মোবাইল: ০১৯১১১১৮৫২৮

তীর্থযাত্রী: **অনিমা রজক**
কালিশাকুল, অভয়নগর যশোর
মোবাইল: ০১৭৭০৫৫২১৫০

তীর্থযাত্রী: **মনিন্দ্র কুমার দে আমিন**
পাঁচটিকড়ী, ঘাটাইল,টাঙ্গাইল
মোবাইল: ০১৯১১৩৬২৯৯৩

তীর্থযাত্রী: **সংকরী রাণী মহলানবীশ**
পাঁচটিকড়ী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
মোবাইল: ০১৯১১৪৭৯৯০১

তীর্থযাত্রী: **সঞ্জয় বরণ মিস্ত্রী**
ইদিলকাটী, নেছারবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১২০৮১৮৮৩

তীর্থযাত্রী: **ঝর্ণা মিস্ত্রী**
ইদিলকাটী, স্বরূপকাটী, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১৭০৫০৩৪৫

তীর্থযাত্রী: **ভোলানাথ পোদ্দার**
ভালুদিয়া, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৮১৭০৭৩৫৪৮

তীর্থযাত্রী: **চপলা রাণী পোদ্দার**
ভালুদিয়া, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৮১৭০৭৩৬৪৮

তীর্থযাত্রী: **মৃণাল মজুমদার**
পূর্বজলাবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১২৬৯২৭২৫

তীর্থযাত্রী: **মণিকা মজুমদার**
পূর্বজলাবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১৪৭৮৭৭১২

তীর্থযাত্রী: **পার্বতী রাণী হালদার**
কোয়রকান্দি, মতলব, চাঁদপুর
মোবাইল: ০১৫৫২৪৭৩৯৭৫

তীর্থযাত্রী: **রেণু বালা বিশ্বাস**
জংগল, বালিরাকান্দি, রাজবাড়ী
মোবাইল: ০১৮৭১০৩৯২৯৫

তীর্থযাত্রী: **বিশ্বজিৎ বড়ুয়া**
বাড়ী নং-৭৮, রোড-৭, ব্লক-এইচ বনানী ঢাকা
মোবাইল: ০১৮১৯২১৮০৬৯

তীর্থযাত্রী: **গীতা রাণী চৌধুরী**
বাড়ী নং-৭৮, রোড-৭, ব্লক-এইচ বনানী ঢাকা
মোবাইল: ০১৯১১৫৯২০৭৮

তীর্থযাত্রী: **পরেশ চন্দ্র রায়**
নৈকাঠী, রাজপুর, ঝালকাঠী
মোবাইল: ০১৭১২৬৭৫৪৬০

তীর্থযাত্রী: **আলো মজুমদার**
শশীদ, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৬৭১৮৪০৭৭৮

তীর্থযাত্রী: **শিউলী সাহা**
মেঘুলা, দোহার,ঢাকা
মোবাইল: ০১৮৫৮৭৩৩০০৯

তীর্থযাত্রী: **অদিতি সাহা**
মালিকান্দা, দোহার,ঢাকা
মোবাইল: ০১৫২১৭১১০০৫

তীর্থযাত্রী: **রমেন্দ্র নাথ মৃধা**
লাটেঙ্গা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৯১২৪৬০০০৫

তীর্থযাত্রী: **বিথীকা বসু**
দেবগ্রাম, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৯১৭৭৮৩৯১৩

তীর্থযাত্রী: **প্রতীতি মৃধা**
লাটেঙ্গা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৯১২৪৬০০০৫

তীর্থযাত্রী: **পরশ মৃধা**
লাটেঙ্গা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৯১২৪৬০০০৫

তীর্থযাত্রী: **দেবজিত মজুমদার**
পূর্বজলাবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১২৬৯২৭২৫

তীর্থযাত্রায় যাঁরা গাইডের দায়িত্ব নিলেন

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯

শ্রী অম্লান কুমার মন্ডল
দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা
মোবাইল: ০১৬৭৭২৬০৭০৩

তীর্থযাত্রীদের জন্য অনুসরণীয়

- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল তীর্থযাত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে তার ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মালামাল, শীতবস্ত্রসহ ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী নিজ দায়িত্বে সঙ্গে রাখতে হবে।
- নিজে বহন করা যায় এমন লাগেজ/ব্যাগ সঙ্গে আনতে হবে।
- প্রত্যেক তীর্থযাত্রী গাইডের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।
- তীর্থ ভ্রমণকালে ধুমপানসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।
- তীর্থযাত্রীদের সকলকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাগ, আই ডি কার্ড, ক্যাপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- সকল তীর্থযাত্রীকে সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
- তীর্থ ভ্রমণকালে কোন সাময়িক অসুবিধা বা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলে তা সংশ্লিষ্ট গাইডকে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে।
- মহিলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তীর্থযাত্রীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিক সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে।
- ভ্রমণকালে অন্যের বিরক্তির কারণ হয় এমন কোন আচরণ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানসহ কথায় এবং আচরণে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে।
- যোগাযোগের সুবিধার্থে সকল তীর্থযাত্রীর নিজস্ব মোবাইল থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ, থাকা, খাওয়া তীর্থস্থান পরিদর্শনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে।
- সকলকে সুশৃংখল ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলতে হবে এবং অপরের মত ও কাজকে সম্মান করতে হবে। কোন বিতর্কে জড়ানো যাবে না।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন তীর্থযাত্রী অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।
- কোন তীর্থযাত্রী শারীরিক কোন অসুবিধা বা অস্বস্থি অনুভব করলে তা সাথে সাথে গাইড বা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এবং তীর্থযাত্রীর নিজ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সাথে রাখতে হবে।
- সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।